Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

23 February 2024 / 13 Syaaban 1445H

একজন ইসলামে বিশ্বাসী মানুষের জীবনে করুণা প্রদর্শনের মূল্য

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَأَمَرَنَا بِالتَّقْوَى وَالخُلُقِ الكَرِيمِ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ.

শুক্রবারের জুম্মায় আগত উপস্থিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার প্রতি তাকওয়া বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহুতাআলার সকল আদেশ মেনে চলি এবং সকল নিষেধগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখি। আমরা যেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি যাঁদেরকে মহান আল্লাহ সুবহানাহুতা'আলা সর্বদা ভালবাসেন।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

একদা, আমাদের নবীজী (সঃ)এর এক সাহাবী তাঁকে মন্তব্য করলেন, " হে আল্লাহর দূত (সঃ), আমি তো আপনাকে অন্য কোন মাসে তেমন রোজা করতে দেখি না যেমন আপনি শাবান মাসে করেন?"

নবীজী জবাবে বললেন,

ذلِكَ شَهْرٌ يَغفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرفَعُ فِيْهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِيْنَ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عمَلِيْ وأَنَا صَائِمٌ.

অর্থঃ রজব এবং রমজানের মাঝের এই মাসটি মানুষের বিশেষ গুরুত্ব পায়না। এই মাসে যে কাজগুলি করা হয় সেগুলি আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার দরবারে উন্নীত করা হয়। আমি চাই আমার রোজা রাখার সোয়াবটাও মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার দরবারে উন্নীত হোক। (ইমাম নাসাই কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

যে হাদীসটি এই মুহূর্তে পাঠ করা হলো তা এই শাবান মাসে আমাদের মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার জন্য কৃত কর্ম ও তাঁর প্রতি আমাদের আনুগত্য বাড়ানোর জন্য অনুপ্রাণিত করে। এটা রমজান মাসের জন্য আমাদের প্রস্তুতির অংশ বিশেষ। আসুন, আমরা যখন শাবান মাসের মাঝামাঝি পৌছুতে যাচ্ছি , আমাদের সকলে এই মাসে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার দরবারে আমাদের সকল পাপের জন্য গভীর অনুতাপ করার নিয়তটি পুনর্নবায়ন করার সুযোগের সদ্ব্যবহার করি যেন আমরা মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে আমাদের সম্পর্ক আরো উন্নত করতে পারি, যেন আমরা অন্য মানুষের সাথেও আমাদের সম্পর্ক ভাল করতে পারি।

আব্দুর রাহমান বিন আউফ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত কুদসী হাদীসে বলা আছে যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা বলেছেন, " আমি আল্লাহ! আমিই সবচেয়ে করুণাময়। আমি "রাহিম" বা আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করেছি এবং এই বন্ধনের নামটি আমার নাম থেকে দিয়েছি। যারাই আত্মীয়তার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে আমি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখি আর যারা সম্পর্ক তিক্ত করে ফেলে আমি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত করি। (ইমাম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)।

আমরা অনেক সময় শুনে থাকি যে শারীয়াহ আইনটি কয়েকটি মৌলিক নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে রচিত যার একটি নীতি হলো করুণা প্রদর্শন করা। তো এই করুণা করার অর্থটা কি? আর মুসলমান

হিসাবে আমরা প্রতিদিন যে কোন কাজ শুরু করার আগে পড়ি "বিসমিল্লাহ আর রাহমান আর রাহিম"। আমরা এটাও প্রশ্ন করি এই রাহমান, রাহিম আর রাহমাতের অর্থ কি?

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

এই তিনটি শব্দই এসেছে একটি মূল শব্দ থেকে যার অর্থ হলো সহমর্মিতা ও পরিপূর্ণতা। ইমাম ইবন আশুর এর গ্রন্থ "আল তাহরির ওয়া আল তানবীর" এ শারীয়াহ সম্পর্কে যা বলেছেন তার আলোকে আমরা এটা বুঝতে পারি। তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, শারীয়ার অনন্য বৈশিষ্ট্যটাই হলো করুণার মাহাত্ম যা কিনা মানুষের মধ্যে সর্বদা বিরাজমান যা কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। শারীয়াহ মূলতঃ করুণা, নম্রতা এবং সহজসাধ্যতার ওপর ভিত্তি করে রচিত।

সুরা আল নহলের ৮৯ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

অর্থঃ যেদিন প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে আমি একজন বর্ণনাকারী দাঁড় করাবো তাদের বিপক্ষে তাদের মধ্য থেকেই এবং তাদের বিষয়ে আপনাকে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থাপন করব। আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাজিল করেছি যেটি এমন যে তা্তে আছে প্রত্যেক বস্তুর সম্পূর্ণ বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।

আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

কয়েকটি কাজ করার মধ্য দিয়ে আমরা শাবান মাসের রহমতের সদ্ব্যবহার করতে পারি।

প্রথমতঃ আসুন আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার কাছে আমাদের অতীতের সকল পাপ কাজের জন্য গভীরভাবে অনুতপ্ত হই। আমাদের জীবনে যেন আমরা সর্বদা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার রহমত পেতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ আসুন, আমরা অন্য মানুষের সাথে আমদের সম্পর্ক আরো উন্নত করি, যার প্রতি অন্যায় আচরণ করেছি বলে মনে হয় তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিই এবং যারা আমাদেরকে আঘাত দিয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিই। এই আচরণটাই আমাদের মধ্যে যে করুণা বিরাজ করে তার প্রমাণ

সর্বশেষে, আসুন আমরা আমাদের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করি। যদি প্রয়োজন হয় তবে আসুন নিজেদের পরিবারের সদস্যদের সাথে বা কোন মতবিরোধ দেখা দেয় তবে তা সমাধান করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা আমাদেরকে যেন সুস্থ শরীরে, শান্তিতে ও তাঁর সুরক্ষা ও করুণার সহিত আসন্ন রমজান মাসকে স্বাগত জানানোর সুযোগ দেন। আমিন ইয়া রাহমান। আমি ইয়া রাহীম। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

SECOND SERMON

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.